রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৮৯-আইন/২০১৫।—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৭ নং আইন) এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন);

(খ) "উপজেলা নির্বাচকমণ্ডলী" অর্থ উপজেলা নির্বাচনী স্তরে, উপজেলার অন্তর্গত শেয়ারহোল্ডার সমিতিসমূহের সভাপতিগণের সমন্বয়ে, গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী;

(গ) "উপজেলা নির্বাচনী স্তর", "জেলা নির্বাচনী স্তর" বা "বিভাগীয় নির্বাচনী স্তর" অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কোনো নির্বাচনী স্তর;

(ঘ) "জেলা নির্বাচকমণ্ডলী" অর্থ জেলা নির্বাচনী স্তরে, উপজেলা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত উপজেলা প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে, গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী;

মূল্য : টাকা ২০.০০

(ঙ) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(চ) "নির্বাচন" অর্থ কোনো নির্বাচনী স্তরে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন;

(ছ) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(জ) "নির্বাচন প্রার্থী" অর্থ বিধি ১৮ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রার্থী;

(ঝ) "নির্বাচনী স্তর" অর্থ বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো নির্বাচনী স্তর;

(ঞ) "পরিচালক" অর্থ ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) তে উল্লিখিত ব্যাংকের কোনো পরিচালক;

(ট) "প্রিসাইডিং অফিসার" অর্থ বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত কোনো প্রিসাইডিং অফিসার এবং, ক্ষেত্রমত, উক্ত বিধির অধীন নিযুক্ত সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোনো ফরম;

(ড) "বিভাগীয় নির্বাচকমণ্ডলী" অর্থ বিভাগীয় নির্বাচনী স্তরে, জেলা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত জেলা প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে, গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী;

(ঢ) "ব্যাংক" অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;

(ণ) "ভোটার" অর্থ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ত) "ভোটার তালিকা" অর্থ বিধি ১১ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোনো ভোটার তালিকা;

(থ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত কোনো রিটার্নিং অফিসার এবং, ক্ষেত্রমত, উক্ত বিধির অধীন নিযুক্ত কোনো সহকারী রিটার্নিং অফিসারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(দ) "শেয়ারহোল্ডার সমিতি" অর্থ ধারা ২ এর দফা (১৩) তে সংজ্ঞায়িত সমিতিসহ উক্ত সমিতির ন্যায় অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে এইরূপ অন্য কোন সমিতি, যাহারা ধারা ৬ অনুযায়ী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার।

৩। **নির্বাচনী স্তর।**—(১) পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে নিম্নরূপ ৩ (তিন)টি নির্বাচনী স্তর থাকিবে, যথা :—

(ক) উপজেলা নির্বাচনী স্তর;

(খ) জেলা নির্বাচনী স্তর; এবং

(গ) বিভাগীয় নির্বাচনী স্তর।

(২) উপজেলার এখতিয়ারাধীন এলাকার সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাচনী স্তর, জেলার অন্তর্গত সকল উপজেলার সমন্বয়ে জেলা নির্বাচনী স্তর এবং প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত সকল জেলার সমন্বয়ে বিভাগীয় নির্বাচনী স্তর গঠিত হইবে।

৪। **নির্বাচকমণ্ডলী**।—পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(ক) উপজেলা নির্বাচনী স্তরে, উপজেলার অন্তর্গত শেয়ারহোল্ডার সমিতিসমূহের সভাপতিগণের সমন্বয়ে, প্রত্যেক উপজেলায় একটি করিয়া উপজেলা নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, যাহারা উক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য হইতে ২ (দুই) জনকে, উক্ত উপজেলার উপজেলা প্রতিনিধি হিসাবে, জেলা নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত করিবে;

(খ) জেলা নির্বাচনী স্তরে, জেলার অন্তর্গত উপজেলাসমূহ হইতে নির্বাচিত উপজেলা প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে, প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, যাহারা উক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য হইতে ২ (দুই) জনকে উক্ত জেলার জেলা প্রতিনিধি হিসাবে বিভাগীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত করিবে; এবং

(গ) বিভাগীয় নির্বাচনী স্তরে, প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহ হইতে নির্বাচিত জেলা প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে, প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে একটি করিয়া বিভাগীয় নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, যাহারা উক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজনকে উক্ত বিভাগ হইতে পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করিবে।

৫। **নির্বাচনের সময়**।—(১) এই বিধিমালার অধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের এক বৎসরের মধ্যে পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে প্রত্যেক ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। **নির্বাচন কমিশন**।—এই বিধিমালার অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাংক হইতে চাহিদা প্রাপ্তির পর সরকার নিম্নরূপে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে, যথা :—

(ক) নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর অথবা অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা—প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

(খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা—কমিশনার; এবং

(গ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা—কমিশনার।

৭। **নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা**।—(১) নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী সকল নির্বাচন পরিচালনা করিবে।

(২) নির্বাচন কমিশন ব্যাংকের যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট নির্বাচন পরিচালনার কাজে সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন কমিশনকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচনী কাজে নির্বাচন কমিশনের আইনানুগ কোনো আদেশ পালনে অনীহা প্রদর্শন করিলে নির্বাচন কমিশন উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **রিটার্নিং অফিসার**।—(১) নির্বাচন কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগস্থ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নির্বাচনী স্তরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বিশেষায়িত ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার আলোকে, এই বিধিমালা অনুসারে, নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

৯। **ভোটকেন্দ্র এবং ভোটদান কক্ষ**।—কোনো নির্বাচনে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করিবেন, যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটদান কক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

১০। **প্রিসাইডিং অফিসার**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বিশেষায়িত ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশনার আলোকে, এই বিধিমালার বিধান অনুসারে, ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

১১। **ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, উপজেলা নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য, উপজেলা নির্বাচকমণ্ডলীর সমন্বয়ে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর কোনো সদস্য ব্যাংক বা সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে ঋণ খেলাপী হইলে বা তাহার নিকট ব্যাংকের অন্য কোনো পাওনা থাকিলে, তাহার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য, জেলা নির্বাচকমণ্ডলীর সমন্বয়ে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, বিভাগীয় নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য, বিভাগীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সমন্বয়ে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠেয় সকল স্তরের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাস বই এবং, ক্ষেত্রমত ফরম 'ছ' তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংকলিত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ফলাফল সংশ্লিষ্ট ভোটারের পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য হইবে।

১২। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা**।—(১) নির্বাচন কমিশন নোটিশের মাধ্যমে নিম্নরূপ তারিখ নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করিবে, যথা :—

(ক) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু ও শেষ হইবার তারিখ;

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ;

(গ) আপীলের তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ; এবং

(ঙ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে জারীতব্য নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হইবার তারিখের অন্ততঃ ২০ দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে।

১৩। প্রার্থী পদ।—বিধি ১১ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত কোনো ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন।

১৪। মনোনয়নপত্র দাখিল।—(১) কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে ফরম 'ক' এর মনোনয়নপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে জারীকৃত নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, উপ-বিধি (২) এ নির্ধারিত ফিস সহকারে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) ব্যাংকের অনুকূলে, যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে, নিম্নরূপ অংকের ফিস জমা করিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

(ক) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা;

(খ) জেলা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২০০ (দুইশত) টাকা; এবং

(গ) উপজেলা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) টাকা।

(৩) মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত ফরম সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হইতে বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) কোনো ব্যক্তির নাম নির্দিষ্ট কোনো ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না বা অন্য কোনো ব্যক্তির নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার উহার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করিবেন এবং ফরম 'খ' পূরণ করিয়া উহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

১৫। মনোনয়নপত্র বাছাই।—(১) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে জারীকৃত নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসার দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রার্থী ও তাহার প্রস্তাবক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার অনুরোধে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে রিটার্নিং অফিসার সংক্ষেপে আপত্তির বিষয়বস্তু এবং তাহার সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার স্বেচ্ছায় অথবা উপ-বিধি (৩) এর অধীনে উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের পর, কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন, যে,—

(ক) প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই;

(খ) প্রস্তাবকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই; অথবা

(গ) প্রার্থী বা প্রস্তাবকের স্বাক্ষর তাহাদের নিজেদের নহে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হইবার কারণে তাহার অন্য কোনো সঠিক মনোনয়নপত্র, যদি থাকে, বাতিল করা যাইবে না।

(৫) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্রের উপর উহা গৃহীত বা বাতিল করা হইল মর্মে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬। **মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীনে বাতিলকৃত কোনো মনোনয়নপত্রের প্রার্থী বা প্রস্তাবক উক্তরূপ বাতিলকরণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আপীল পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের পর দায়েরকৃত আপীলসমূহ, আপীল দায়েরের ৩(তিন) দিনের মধ্যে, নিষ্পত্তি করিবেন এবং অবিলম্বে আপীলের সিদ্ধান্ত রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

১৭। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহার।**—বিধি ১৫ ও, ক্ষেত্রেমত, ১৬ এর বিধান মোতাবেক মনোনীত বৈধ কোনো প্রার্থী স্বাক্ষরিত লিখিতপত্রের মাধ্যমে, স্বয়ং বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

১৮। **প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা।**—বিধি ১৭ অনুযায়ী প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর, যদি থাকে রিটার্নিং অফিসার অবশিষ্ট প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং এইরূপ প্রার্থীগণ চূড়ান্ত নির্বাচন প্রার্থীরূপে বিবেচিত হইবেন।

১৯। **প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যু।**—যে কোনো স্তরের নির্বাচনের পূর্বে কোনো চূড়ান্ত নির্বাচন প্রার্থীর মৃত্যু হইলে, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন সীমিত থাকিবে।

২০। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।**—(১) মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার অথবা প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে যদি কোনো নির্বাচন প্রার্থী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবে এবং রিটার্নিং অফিসার সে মোতাবেক পুনরায় মনোনয়নপত্র আহবান এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও নির্বাচন প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যুর ফলে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা যদি—

(ক) পদের তুলনায় বেশী না হয়, তাহা হইলে—

(অ) উপজেলা প্রতিনিধি বা জেলা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ফরম 'গ' অনুযায়ী এইমর্মে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(আ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার তদমর্মে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন ব্যাংকের নোটিশ বোর্ডে ফরম 'গ' অনুযায়ী এইমর্মে ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) নির্বাচন প্রার্থী পদের সংখ্যার তুলনায় অধিক হয়, তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার বৈধ প্রার্থীদের একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি তাহার কার্যালয়সহ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২১। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ।—(১) সকল স্তরের নির্বাচনে এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার ফরম 'ঘ' অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার ছাপাইয়া, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সাপেক্ষে, নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট গ্রহণ করিবেন।

২২। ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।—(১) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী তাহার এখতিয়ারাধীন সকল ব্যাংক কার্যালয়ে প্রকাশ এবং প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট, ব্যাংকের সহায়তায় যথাসময়ে, নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহ করিবেন, যথা:—

(ক) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স;

(খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পেপার;

(গ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণকালে প্রয়োজন হইতে পারে এমন মনোহারী দ্রব্যাদি, যেমন, সীলমোহর, সাদা কাগজ, খাম, কালি ইত্যাদি।

(৩) ভোট গ্রহণের সময় কোনো নির্বাচন প্রার্থী ভোটকক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকক্ষে এক বা একাধিক ঘেরা দেয়া জায়গার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভোটারগণ ভোটদানকালে তাহাদের ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারেন।

(৫) নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক প্রিসাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ শুরু করিবেন এবং এইরূপ ভোট গ্রহণ শুরু করিবার প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত প্রার্থীগণকে, যদি থাকে, শূন্য ব্যালট বাক্স দেখাইবেন, তারপর উহা তালাবদ্ধ ও সীলমোহরকৃত করিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে রাখিবেন।

(৬) কোনো ভোটার ভোটদানের উদ্দেশ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার পর তাহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৭) ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার সরবরাহের পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার,—

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়ি বহিতে ভোটারের দস্তখত গ্রহণ করিবেন;

(খ) ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর চিহ্নিত করিবেন ও মুড়ি বহিতে উক্ত ক্রমিক নম্বর লিখিবেন এবং উহা সীলমোহরকৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন;

(গ) ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠা সীলমোহরকৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন; এবং

(ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিয়া ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে মর্মে চিহ্নিত করিবেন।

(৮) প্রত্যেক ভোটারের মাত্র একটি ভোটদানের অধিকার থাকিবে।

(৯) কোনো ভোটার একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার অথবা একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(১০) কোনো ভোটার ব্যালট পেপার পাওয়া মাত্রই নির্দিষ্ট ঘেরা দেওয়া জায়গায় প্রবেশ করিয়া তিনি যে নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ব্যালট পেপারে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নামের পার্শ্বে নির্দিষ্ট ঘরে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত সীল দিবেন এবং তারপর ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(১১) যদি কোনো ভোটার অসাবধানতার জন্য তাহাকে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ব্যবহারের অযোগ্য হয়, তবে তিনি আরও একটি ব্যালট পেপারের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উক্ত ভোটারের আবেদন সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি তাহাকে আরও একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন এবং পূর্বের ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া উহাতে দস্তখত করিবেন।

(১২) কোনো ভোটার ব্যালট পেপার গ্রহণ করিয়া ব্যবহার না করিলে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উহা ফেরত প্রদান করিবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার উহা বাতিল করিয়া দস্তখতকৃত করিবেন।

(১৩) কোনো ভোটার যদি তাহাকে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং উহা যদি ভোটকেন্দ্রে বা অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায়, তবে প্রিসাইডিং অফিসার তাহার দস্তখতসহ উহা বাতিল করিবেন।

(১৪) ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ভোটদানের উদ্দেশ্যে কোনো ভোটারকে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তবে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ভোটকক্ষে বা ভোটকক্ষের বাহিরের সীমানার মধ্যে উপস্থিত ভোটারকে ভোট প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হইবে।

২৩। **ভোট গ্রহণ স্থগিতকরণ।**—(১) প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্ভব না হইলে বা ভোট গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ স্থগিতকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন, যাহা রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো ভোট গ্রহণ স্থগিত হইলে রিটার্নিং অফিসার,—

(ক) অবিলম্বে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন; এবং

(খ) নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত কেন্দ্রে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের একটি তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন গৃহীত ভোটে সকল ভোটারকে নতুনভাবে ভোটদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হইলে উক্ত ভোটের কোনো গণনা করা হইবে না।

২৪। **ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর কার্যপ্রণালী।**—(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন প্রার্থীদের, যদি থাকে, সম্মুখে তালাবদ্ধ ও সীলমোহরকৃত ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং প্রদত্ত ভোট গণনা করিবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার ভোট গণনার সময় নিম্নোল্লিখিত কোনো ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, যদি উহাতে—

(ক) ব্যাংকের সীলমোহর বা অন্য কোনো স্বীকৃত চিহ্ন বা প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত না থাকে;

(খ) এমন কোনো চিহ্ন থাকে যাহা দ্বারা ভোটারকে সনাক্ত করা যাইতে পারে; এবং

(গ) নির্বাচনযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রার্থীকে সীলমোহর প্রদান করা হয়।

(৩) যদি প্রিসাইডিং অফিসার কোনো ব্যালট পেপারে প্রদত্ত ভোট কোন্ নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি উক্ত ব্যালট পেপার বাতিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর অধীনে বাতিলকৃত ব্যালট পেপার ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যালট পেপার বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বৈধ ব্যালট পেপার গণনার ভিত্তিতে স্তরভেদে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত নির্বাচন প্রার্থী বা প্রার্থীগণ নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোনো নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য প্রার্থী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রার্থী সমপরিমাণ ভোট প্রাপ্ত হইলে, উক্তক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থী নির্ধারণ করা হইবে।

২৫। **নির্বাচনের নথিপত্র ও বিবরণাদি।**—(১) ভোট গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসার নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি ও বিবরণী ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে সংরক্ষণ করিয়া উক্ত মোড়ক সীলমোহরকৃত করিবেন, যথা:—

(ক) বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ;

(খ) বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১১), (১২) ও (১৩) এর অধীন বাতিলকৃত বা ব্যবহারের অযোগ্য বা বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ;

(ঘ) ফরম 'ঙ' তে নির্বাচন প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী এবং বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী লটারী হইলে তাহার বিবরণী;

(ঙ) মুড়ি সমেত অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(চ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়ি; এবং

(ছ) চিহ্নিত ভোটার তালিকা।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মোড়ক ও বিবরণীতে নিজে দস্তখত করিবেন এবং উহাতে দস্তখত করিতে ইচ্ছুক নির্বাচন প্রার্থীদের দস্তখত গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগকে সীলমোহরকৃত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত মোড়ক ও বিবরণী ছাড়াও প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের একটি হিসাব ফরম 'চ' তে লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রদত্ত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর;

(খ) ভোট বাক্সে জমাকৃত এবং গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা; এবং

(গ) অব্যবহৃত, বিনষ্ট এবং ব্যবহারের অযোগ্য ব্যালট পেপারের সংখ্যা।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও বিবরণীসমূহ অনতিবিলম্বে,—

(ক) উপজেলা প্রতিনিধি এবং জেলা প্রতিনিধিদের কোনো নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৬। **নির্বাচনের ফলাফল**।—নির্বাচন সংক্রান্ত মোড়ক ও বিবরণাদি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার উক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলাফল সংকলন করিবেন ও ফরম ছ' তে তাহা প্রকাশ করিবেন এবং উহার অনুলিপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৭। **নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে আপীল**।—(১) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কোনো সংক্ষুব্ধ প্রার্থী উক্ত ফলাফলের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট আপীল আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে দায়েরকৃত আবেদনে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কারণসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আপীল আবেদনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে এবং, প্রয়োজনে, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কোনো নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ বা আংশিক বহাল অথবা বাতিল করিতে পারিবেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উহার যুক্তি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কোনো নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইলে, এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক নতুনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৮। **উপ-নির্বাচন**।—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) কোনো পরিচালকের পদ তাহার কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে শূন্য হইলে; এবং

(খ) কোনো উপজেলা প্রতিনিধি বা জেলা প্রতিনিধি, যথাক্রমে, জেলা প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে বা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন হইয়া পড়িলে।

(২) উপ-বিধি (১) দফা (খ) এর অধীনে কোনো উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচন স্থগিত থাকিবে এবং উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা জেলা প্রতিনিধি নির্বাচনের পর উক্ত স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠেয় অন্যান্য নির্বাচনের জন্য যে বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় সেই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **নির্বাচনী নথিপত্র বিনষ্টীকরণ**।—(১) বিধি ২৭ অধীন কোনো আবেদন দাখিল হইলে উহা নিষ্পত্তির পর, অথবা অনুরূপ কোনো আবেদন দাখিল না হইলে এই বিধিমালায় উল্লিখিত সময়-সীমার পর, রিটার্নিং অফিসার সমাপ্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র নির্বাচন কমিশনের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এবং বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (৪) এর দফা (খ) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত সকল কাগজপত্র এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অতঃপর উহা বিনষ্ট করা যাইবে।

ফরম 'ক'

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

মনোনয়ন পত্র

অফিসের ব্যবহারের জন্য
মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্রমিক নং ....
তারিখঃ ....
জমাদানকারীর নামঃ ....
স্বাক্ষরঃ .... তারিখঃ ....

(নিচের অংশ প্রস্তাবক পূরণ করিবেন)

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ঃ ....

২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা/বিভাগঃ..

৩। প্রার্থীর পরিচয়-

(ক) নাম ও সমিতির আইডি নং ঃ ....

(খ) পিতা/স্বামীর নাম ঃ ....

(গ) মাতার নাম ঃ ....

(ঘ) সমিতির নাম ও পরিচয় ঃ ....

(ঙ) বয়স ঃ ....

(চ) পেশা ঃ ....

(ছ) ঠিকানা ঃ ....

গ্রাম ....

উপজেলা ....

জেলা ....

ফোন নম্বর (যদি থাকে)- ....

ই- মেইল নম্বর (যদি থাকে)- ....

(জ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় ক্রমিক নম্বর ঃ ....

৪। প্রস্তাবকের পরিচয়-

(ক) নাম ও সমিতির আইডি নং ঃ ....

(খ) পিতা/স্বামীর নাম ঃ ....

(গ) মাতার নাম ঃ ....

(ঘ) সমিতির নাম ও পরিচয় ঃ ....

(ঙ) বয়স ঃ ....

(চ) পেশা ঃ ....

(ছ) ঠিকানা ঃ ....

গ্রাম ....

উপজেলা ....

জেলা ....

ফোন নম্বর (যদি থাকে)- ....

ই- মেইল নম্বর (যদি থাকে)- ....

(জ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় ক্রমিক নম্বর ঃ ....

৫। ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের নম্বর, তারিখ, ব্যাংকের নাম ও টাকার পরিমাণ ....

তারিখ ঃ ....

....

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর

ঘোষণাপত্র

(এই অংশ প্রার্থী পূরণ করিবেন)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপর্যুক্ত মনোনয়নে আমার সম্মতি আছে এবং উপরে আমার সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আমার নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা আছে।

....
প্রার্থীর স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

বাছাইয়ের বিবরণী

(এই অংশ রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

(ক) মনোনয়নের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

(খ) মনোনয়নপত্র বাতিলযোগ্য হইলে তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ ঃ

(গ) মনোনয়নপত্র বাতিলকরণ/গ্রহণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তঃ

....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

ফরম-'খ'

[বিধি ১৪(৫) দ্রষ্টব্য]

মনোনয়নপত্র জমাদানের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র

১. প্রার্থীর নাম .... : ....

২. ভোটার তালিকার ক্রমিক নং .... :

৩. প্রার্থীর ঠিকানা .... :

৪. প্রার্থীর ফোন নম্বর (যদি থাকে) .... : ....

৫. প্রস্তাবকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর .... :

৬. জমাদানের তারিখ, সময় ও ক্রমিক নম্বর :

৭. প্রার্থীর সম্মিতি :

৮. পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর, তারিখ,

ব্যাংকের নাম ও টাকার পরিমাণ :

....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম 'গ'

[বিধি ২০(২) দ্রষ্টব্য]

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ: ....

....

২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম: ....

৩। প্রার্থীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর: ....

৪। সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর: ....

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উপর্যুক্ত প্রার্থী জনাব ....

উপজেলা প্রতিনিধি/জেলা প্রতিনিধি/পরিচালক হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

....

তারিখ: .... রিটার্নিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

(১) ....

(২) ....

....

তারিখ: .... রিটার্নিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

[বিধি ২১(২) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপার

<table>
<tr><td rowspan="3">নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ:
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং ....

ভোটারের স্বাক্ষর:

প্রিসাইডিং অফিসারের
সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ও সীল:</td><td>নির্বাচন প্রার্থীর নাম</td><td>ভোট চিহ্ন (X)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ফরম 'ঙ'

[বিধি ২৫(১) (ঘ) দ্রষ্টব্য]

(নির্বাচন প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী)

(ক) নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ: ....

(খ) ভোট কেন্দ্রের নাম: ....

(গ) ভোট গ্রহণের তারিখ: ....

(ঘ) নির্বাচন প্রার্থীদের নাম: প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা:

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(ঙ) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীর নাম (বিবরণীসহ):

তারিখ: ....

....
প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

উপস্থিত নির্বাচন প্রার্থীদের স্বাক্ষর:

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ফরম 'চ'

[বিধি ২৫(৩) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপারের হিসাব

নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ: ....

ভোট কেন্দ্রের নাম: ....

১। ভোট কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর: ....

২। ভোটারকে সরবরাহ করা হয় নাই এইরূপ ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর: ....

৩। ভোটারগণকে সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা: ....

৪। বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা: ....

৫। ভোট বাক্সে জমাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা: ....

৬। গণনার সময় বৈধ ও অবৈধ ভোট হিসাবে গণ্য ব্যালট পেপারের সংখ্যা: ....

....
প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ: ....

ফরম 'ছ'
[বিধি ২৬ দ্রষ্টব্য]

উপজেলা প্রতিনিধি/জেলা প্রতিনিধি/পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা:

নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ: ....

ক্রমিক নম্বর- নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে)-

১।

২।

....
তারিখ: .... রিটার্নিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরণ করা হইল:

(১)

(২)

....
তারিখ: .... রিটার্নিং অফিসার/নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দা নূরুন নাহার
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd